বণিক বার্তা

বৃহস্পতিবার ঢাকা ■ জানুয়ারি ২৯, ২০১৫ । মাঘ ১৬, ১৪২১

ব্যবসায়ীদের মানববন্ধন

শিল্পকে বাঁচিয়ে রাজনীতি করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিল্পকে বাঁচিয়ে রাজনীতি করার জন্য রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন চলমান সহিংসতায় উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ীরা। একই সঙ্গে তারা মানুষ পোড়ানোর মতো ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়ার দাবিও করেছেন। গতকাল রাজধানীর বিজিএমইএ ভবনের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ আহ্বান জানান তারা।

পোশাকসংশ্লিষ্ট সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ এ মানববন্ধনের আয়োজন করলেও এতে এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিসিআই, আইসিসিবি ও এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশসহ বেশকিছু সংগঠন অংশগ্রহণ করে।

শিল্পে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, ব্যবসার সুষ্ঠু পরিবেশ ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেয়া ব্যবসায়ীরা বলেন, অর্থনীতির পাশাপাশি নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে। এটি এ মুহূর্তে থামানো না গেলে নিশ্চিতভাবেই একটি নেতিবাচক বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। আর যারা এ ধরনের ঘৃণ্য কাজের সঙ্গে জড়িত, তাদের আইনের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। শিল্পকে বাঁচিয়ে রাজনীতি করুন। বিরাজমান অচলাবস্থার নিরসন করুন।

কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি আতিকুল ইসলাম বলেন, 'আজ অপারগ হয়ে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। যদিও এটি আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ এবং সেই সঙ্গে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। কিন্তু সেই কাজ বাদ দিয়ে আজ আমাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানববন্ধন করতে হচ্ছে।'

চলমান পরিস্থিতিতে ক্রেতাদের উদ্বেগের বিষয়টি জানিয়ে তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু ক্রেতা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আমাকে ই-মেইল করেছেন। এ রকম একটি ই-মেইলে ক্রেতারা বলেছেন, বাংলাদেশে সহিংসতা বন্ধে আমরা কি কোনো সাহায্য করতে

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

শিল্পকে বাঁচিয়ে রাজনীতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

পারি? কারণ এটা আমাদের ও আমাদের সরবরাহকারী কারখানার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার এ সহিংসতা বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা, অন্যথায় এর বিরূপ প্রভাব পড়বে ভবিষ্যৎ ক্রয়াদেশে। কারণ এরই মধ্যেই ক্রয়াদেশ বাতিল শুরু হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আমরা কি কিছু করতে পারি? দয়া করে আমাদের জানান।'

মানববন্ধন শেষে ব্যবসায়ীদের পক্ষে নয় সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের দাবি তুলে ধরেন।

চলমান হরতাল-অবরোধের ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া ব্যবসায়ীদের দাবিগুলোর মধ্যে ছিল— যাতে স্বস্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা যায় সেজন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা, পোশাক শিল্পের সাপ্লাই চেইন অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, শিল্প ও জানমালের নিরাপত্তা দেয়া এবং যারা অর্থনীতি ধ্বংস করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া।

পোশাক শিল্পে বিএনপি সরকারের অবদান তুলে ধরে খালেদা জিয়াকে দেয়া স্মারকলিপিতে ব্যবসায়ীরা আবেদন করে বলেন, জাতীর বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের শিল্পকে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচির আওতামুক্ত রাখুন। যেমন করে পোশাক শিল্পকে হরতালের আওতামুক্ত রেখেছেন, একইভাবে শিল্পকে, সেই সঙ্গে পোশাক শিল্পসহ সংশ্লিষ্ট সব ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড শিল্পের পণ্যবাহী ট্রাক/কাভার্ড ভ্যানকে হরতাল/অবরোধসহ সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রমের আওতামুক্ত রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। পোশাক শিল্পের আমদানি ও রফতানি কার্যক্রম সচল রাখার স্বার্থে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ দেশের বিভিন্ন এলাকাগুলো, যেসব এলাকা থেকে শিল্পের বিভিন্ন অ্যাকসেসরিজ আসে সেগুলো হরতাল/অবরোধসহ সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রমের আওতামুক্ত রাখুন, যাতে সাপ্লাই চেইন অব্যাহত থাকে।